কমিউনিস্ট বিপ্লব বিশ্বজনীন

শাহ্ আলম

কমিউনিস্ট বিপ্লব বিশ্বজনীন

কমিউনিস্ট বিপ্লব হচ্ছে বিশ্বের বর্তমান সংকটের একমাত্র সমাধান। ইহা বিশ্বজনীন, কাজেই কমিউনিস্ট বিপ্লবের পরিসীমা হচ্ছে বিশ্বজনীন ।

কারণ, পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য জাতীয় চৌহদ্দী যথেষ্ট ছিল না, তাই, ইহা একটি বিশ্ব বিস্তৃত পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছিল। অতঃপর, সকল জাতি অন্যোন্যনির্ভর হয়েছিল। সুতরাং, জাতীয় মুক্তির কোনো সুযোগ নাই ।

পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন ব্যতীত পঁজি টিকতে পারে না; তাই অস্তিত্বের হেতুবাদে পুঁজিপতি পুনরুৎপাদনে বাধ্য। কিন্তু, পুনরুৎপাদনের ফলাফল হচ্ছে অতি উৎপাদন এবং অতি উৎপাদনের ফলশ্রুতি হচ্ছে মন্দা ।

পুন:পুন মন্দার পরিণতি হচ্ছে উৎপাদন উপায়ের সামাজিকীকরণ। কাজেই, কমিউনিজমের ভিত্তি হচ্ছে- পুঁজিতন্ত্র । অতঃপর, পুঁজিতন্ত্র নিজেই হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণীর অদৃশ্যয়ানের কারণ ।

সুতরাং, উৎপাদন উপায়ের সামাজিক/কমিউন/ সাধারণ মালিকানার মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্র প্রতিস্থপণে কমিউনিস্ট বিপ্লব একা এক দেশে সম্ভব নয়।

যদিচ, পুঁজির পরিমাণ বাড়ছে, তবু যখন পুঁজিতন্ত্র একটি বৃদ্ধ সমাজে পরিণত হয়েছিল, অর্থাৎ ইহা বিকাশের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছিল, অতঃপর, সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা বিকাশে ইহা অক্ষম হয়েছিল, মার্কস এবং এ্যাংগেলস তখন সঠিকভাবেই এসকল তত্ত্বাদি সূত্রায়ন করেছিলেন ।

এ্যাংগেলস কর্তৃক প্রিন্সিপাল অব কমিউনিজম, এবং উভয়ের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো সম্পূর্ণত ভুল নয়।

শ্রম শক্তির কেতা-বিক্রেতার বিরোধের পরিণতি হচ্ছে উৎপাদন উপায়ের সামাজিকীকরণ, কাজেই, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর কাজ,এবং এযুগে সন্দেহাতীতভাবে একাকী শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে বিপ্লবী।

সুতরাং, শ্রমিক শ্রেণী ব্যতীত কৃষকসহ অবশিষ্ট সকল শ্রেণী হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল, কাজেই, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি।

অতঃপর, কমিউনিস্ট পার্টি স্থানীয় বা জাতীয় নয়, বরং বৈশ্বিক।

প্রলেতারিয়েতের মুক্তির প্রথম শর্তগুলোর একটি হচ্ছে কমপক্ষে নেতৃস্থানীয় সভ্য দেশগুলির সম্মিলিত ক্রিয়া, এবং দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য হচ্ছে প্রথম ও প্রাথমিক শর্ত ।

কিন্তু ২য় আন্তর্জাতিক,তাদের ১৮৯৬ সালের লন্ডন কংগ্রেসে, তথাকথিত " জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার" এর লাইন গ্রহণ করে; এবং এটি ছিল বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যের বিরোধী, বরং এটি শ্রমিকদেরকে জাতিতে বিভক্ত করেছিল। যদিচ, শ্রমিকরা তাদের জাতিয়তা হারিয়েছিল।

শ্রম শক্তির একজন ক্রেতা হিসাবে পুঁজিপতি হচ্ছে শ্রম শক্তির বিক্রেতার শোষক, সুতরাং উভয় শ্রেণীর সম্পর্ক হচ্ছে বৈরীতামূলক। অতঃপর, কোনো পুঁজিপতি শ্রমিক শ্রেণীর বন্ধ নয়, এমনকি যদি তাদের ভাষা, ধর্ম, বর্ণ এবং সেক্স একই হয়, তৎসত্ত্বেও শ্রম শক্তির ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যে কোনো তফাত হয় না।

কিন্তু, জাতীয় মুক্তির এই রাজনৈতিক লাইনের ফলশ্রুতি স্বরূপ স্থানীয় বা জাতীয় পুঁজিপতি ,শ্রমিক শ্রেণীর বন্ধু হিসাবে গণ্য হচ্ছে, যা সম্পূর্ণত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী, এবং শ্রমিকদেরকে তাদের শ্রেণী ও শ্রেণী স্বার্থ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে ইহা খুবই সাহায্যকারী ।

কাজেই, ২য় আন্তর্জাতিক কর্তৃক জাতীয় মুক্তির জন্য গৃহীত লাইনটি ছিল দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ।

শ্রমিক শ্রেণীর কোনো জাতীয়তা ও দেশ নাই, কিন্ত তাদের শৃংখল হারিয়ে জয় করার জন্য আছে তাদের একটি বিশ্ব।

কিন্তু, বলশেভিক পার্টি গঠিত হয়েছিল জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার ও জনগণের সার্বভৌমত্ব, এবং কৃষকদের স্বার্থের জন্য, কাজেই, জন্ম সূত্রেই ইহা কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি ছিল না, এবং পূর্ব পরিকল্পিত সামরিক ক্যুয়ের মাধ্যমে এটি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর অংশ নয়, বরং পরজীবী শ্রেণীগুলোর অংগ হচ্ছে সেনাবাহিনী। উভয় দেশের চুক্তি মোতাবেক, আনুকুল্যাধীন জাতি হিসাবে লেনিনের রাশিয়া জার্মানীর বাজারে পরিণত হয়। এইভাবে, ক্ষয়ীয়মান পুঁজিবাদ, মন্দার হেতুবাদে যে টিকে থাকার জন্য একটি বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তার আশ্রয়স্থল ছিল লেনিনের প্রতিষ্ঠিত রাশিয়া, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের একটি রাষ্ট্র।

সংবিধান সভার নির্বাচনে পরাজয় এবং সংসদে স্পীকার পদে বিজয় লাভে ব্যর্থ হওয়ার পর , লেনিন নিজে এমনকি সংবিধান সভা ও জনগণের সার্বভৌমত্ব বিষয়ক তার ও তার পার্টির প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছেন।

এমনকি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর পদটি লেনিন ধারণ করলেও তার ১৯১৮ সালের সংবিধানে সেই পদটি ছিল না, বিশ্বের প্রথম

লিখিত আইন প্রণেতা, বর্বর হাম্মুরাবীর কোড হতে যেখানি জঘন্য।

ইউ এস এ হতে ইউ এস এস আর-এ শোষণের মাত্রা ছিল অনেক বেশী। অতঃপর, শক্তিমান ফিন্যান্স সিন্ডিকেট- আই এম এফের প্রতিষ্ঠাকালীন ৩ গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের একজন ছিলেন মহান লেনিনবাদী ষ্ট্যালিন।

আই এম এফের শাসনাধীনে কোনো রাষ্ট্রের এমন কি ট্যাক্স ও ট্যারিফ নীতি নির্ধারণ ও স্থিরকরণের কোনো অধিকার নাই, ফলে রাষ্ট্র অকার্যকর হয়ে পড়ে, এবং তারা এটাকে বিশ্বায়ন হিসাবে আখ্যায়িত করে ।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সমাপ্তিকরণের চুক্তি দ্বারা , কলোনিয়াল পলিসি আসলেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

ডবলিউ টি ওয়ের শাসনাধীনে , পুঁজি ও পণ্য সমগ্র বিশ্বে মুক্তভাবে চলাচল করবে ।

কাজেই, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের দিন শেষ। অতঃপর, মার্কস ও এ্যাংগেস কর্তৃক আবিস্কৃত,সূত্রায়িত ও ব্যাখ্যাকৃত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের দূষণ- লেনিনবাদের দিন শেষ ।

ক্রিয়াশীল নয়,তবে এখনো পুঁজিতন্ত্র বিদ্যমান, এবং ইতঃমধ্যে আই এম এফ ব্যর্থ।

অন্যদিকে মুক্তির জন্য শ্রমিক শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ নয়।

লেনিনবাদ, যা হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কার্যত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল, এই ক্ষেত্রে ভয়ানক প্রতিবন্ধক।

অতঃপর, দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করতে ও ইহাকে শ্রেণী হিসাবে গঠণ করতে , কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনঃনির্মাণে ও কমিউনিস্ট পার্টি পুনঃর্গঠণে- অবশ্যই বর্জন করতে হবে লেনিনবাদ।

উল্লেখ্য, মার্কসের নয় সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান সকলের সম্পত্তি। সতরং, " মার্কসবাদ" শব্দটি কেবল অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিকই নয়, বরং, ইহা খোদ মার্কসকে অবমূল্যায়িত করে। কারণ, তিনি কোনো দৈবজ্ঞ ছিলেন না, বরং একজন কমিউনিস্ট হিসাবে, তিনি ছিলেন সকল প্রকার উত্তরাধিকার সহ ব্যক্তি মালিকানা বিলোপ সাধনে।

২৫ নভেম্বর,২০১২।